আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩

❑ বিশেষ ক্রোড়পত্র ❑ প্রকাশনা: তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ ❑ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ❑ সার্বিক সহযোগিতা ও সমন্বয়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

তথ্যই শক্তি, তথ্যেই মুক্তি। তথ্য মানুষকে সচেতন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'। এর মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে আইনি ভিত্তি দেওয়া হয়েছে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রচিত হয়েছে এ আইনের মাধ্যমে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশে বিশ্ব দরবারে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত এবং তথ্য সরবরাহ ও প্রাপ্তিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ করে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সে প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব' প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশনসহ সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর সংস্থাকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে তথ্যের অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন করে তুলতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট-মিডিয়া, নাগরিক সমাজসহ সকলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তথ্য প্রাপ্তির নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগণের ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব"- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২৩' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের এ পদক্ষেপে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। এদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কারিগর ও আধুনিক সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহে বিশ্বাসী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নে গড়া 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এখন 'স্মার্ট বাংলাদেশে'র দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন এবং এ আইনটির বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করা বঙ্গবন্ধুকন্যার সরকারের একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। জনগণের তথ্য অধিকার প্রয়োগ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের র্কাযক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি করছে। এভাবে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধকিার আইন অবদান রাখছে।

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে প্রযুক্তিগত মাধ্যমসমূহ যেমন মোবাইল, কম্পিউটার, টেলিযোগাযোগ, অডিও-ভিডিও সিস্টেম, ইন্টারনেট প্রভৃতি ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে একজন ব্যবহারকারী সহজেই তথ্য গ্রহণ, প্রেরণ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করতে পারে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করছে। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে দেশে তৈরি হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন', যা অবাধ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্র বিস্তৃত করেছে।

তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতায়নের আইন। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ আরও গতিশীল হবে। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২৩ এর সফল উদ্‌যাপন জনগণের তথ্য প্রাপ্তিকে সহজতর করবে। আমি "আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২৩" উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ এমপি

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের জবাবদিহি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন তথা উন্নত বাংলাদেশ গড়তে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তথ্য কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিস্তৃত করতে বর্তমানে দেশে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি বেসরকারি টিলিভিশন চ্যানেল এবং এফএম বেতার কেন্দ্র এবং কমিউনিটি রেডিওগুলো কাজ করে যাচ্ছে। দৈনিক সাপ্তাহিকসহ নিবন্ধিত পত্রিকা এবং অনলাইন পোর্টাল সংবাদ প্রকাশ করছে। বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, ইন্টারনেট ডেনসিটি বৃদ্ধি, নতুন সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সেবা আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তিকে সহজ করেছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত নীতি জনগণকে জানানো এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করছে। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন সরকারের এসকল কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মো: হুমায়ুন কবীর খোন্দকার

তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব

শহীদুল আলম ঝিনুক

দেশব্যাপী আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩। UNESCO নির্ধারিত এবারের থিম The Importance of the Online Space for Access to Information. বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব'। তথ্য চাওয়া, পাওয়া ও প্রদানের বিষয়টিকে বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়। তথ্যে মানুষের প্রবেশাধিকারকে দুর্নীতিমুক্ত টেকসই উন্নয়ন ও মানবাধিকারের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে দিবসটি পালনের লক্ষ্য থাকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সকল নাগরিককে সচেতন করা, দেশে দেশে এ সংক্রান্ত আইনকানুন, বিধি-বিধান প্রণয়ন ও এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। এ পর্যন্ত জনগণের তথ্য অধিকার বা তথ্যের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ১৩৬ টি দেশে আইন প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশেও ২০০৯ সনে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বাস্তবায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ পরবর্তীতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সংকল্প প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। আমাদের স্বপ্ন ডেল্টা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

আইনটি সার্বজনীন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অনন্য। ২০০৯ সালের পূর্বে নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার বা কোন আইনত: সুযোগ ছিল না। তখন সারা বিশ্বজুড়ে কয়েকটি দেশে তথ্য অধিকার আইন বিদ্যমান ছিল। যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সে দেশটিই পেরেছিল এ সাহসী আইন প্রণয়ন করতে। বিষয়টা অবাক হওয়ার মত ছিল যখন ২০০৮ সালে নির্বাচনি ইশতেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এটিকে আইনে রূপ দিতে সাহসী ঘোষণা দেয়। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার গঠন করেই 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' প্রণয়ন করেন। এটি ছিল একটি দেশ ও দেশের সকল মানুষের কল্যাণে যুগান্তকারী আইন। আইনটি প্রণয়নের সময় তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর সরকার জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার এ ধারা অব্যাহত রাখবে। প্রশাসনে শুরু হয় উত্তম চর্চা, শুদ্ধাচার চর্চা, উদ্ভাবন চর্চা। এর মাধ্যমে জনগণের তথ্য জানার ও সেবা পাওয়ার অধিকারসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পবিত্র সংবিধান হয় সমুন্নত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ার জন্য এদেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিতে সেরা একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে প্রযুক্তি সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি সংবিধানে সকল নাগরিকদের জন্য সমান সুযোগের বিধান এবং জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে তথ্য অধিকার নিশ্চিতের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্যপদ অর্জন,১৯৭৩ সালে টি এন্ড টি বোর্ড গঠন এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র নির্মাণ ও উদ্বোধন করে জাতির পিতা এদেশে প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন।

বঙ্গবন্ধুর সেই নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিক সেবা পৌঁছানোর কাজ শুরু করেন এবং বর্তমানে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছেন। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সুনিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনটিকে অত্যন্ত প্রগতিশীল প্রযুক্তি-বান্ধব আইন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই আইনের অনুচ্ছেদ ৫(২) ধারা মতে 'প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে'। এর মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা- ২০১০, এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা-২০১০ এ 'প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে ক্রমান্বয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হইবে' মর্মে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যাপকতা এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারে মানুষের আচার-আচরণ ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে নিজেদের অভ্যস্ত করে নিচ্ছে। সঙ্গত কারণেই তথ্যের অবাধ প্রবাহও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যাবসা বানিজ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসহ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে মানুষের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক সিদ্ধান্তের কারণে বর্তমানে সকল সরকারি দপ্তরে ই-সেবা চালু, ইন্টারনেট ও মুঠোফোনের সহজলভ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। দেশে প্রায় ৩ হাজার ৮০০ এর অধিক ইউনিয়নে রয়েছে উচ্চগতির (ব্রডব্যান্ড) ইন্টারনেট সংযোগ। ইন্টারনেট ও মুঠোফোনের সহজলভ্যতায় মানুষের তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিযোজন ও সক্ষমতা দুই-ই বেড়েছে। "এক দেশ এক রেট" নামে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের জন্য ট্যারিফ ঘোষণা করা বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অর্ধেক খরচে বাংলায় খুদে বার্তা বা এসএমএস চালু করার মত উদ্যোগসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবাকে হাতের নাগালে ও শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে এসেছে এবং ধীরে ধীরে শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিরাজমান ডিজিটাল বিভাজন দূর করছে। ৩৩৩, ৯৯৯, ১৬২৬৩ সহ বিভিন্ন কল সেন্টার সার্ভিস এর মাধ্যমে মানুষ ফোন করেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছে। ভূমি সেবা ডিজিটাইজেশন করার ফলে ই-পর্চা, ই-নামজারি, ই-ভূমি উন্নয়ন করসহ নানাবিধ ভূমি সংক্রান্ত তথ্য জনগণ ঘরে বসেই পাচ্ছে। সরকার 'এক সেবা' বা 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' সেবা চালু করেছে যা স্বল্প সময়, স্বল্প ব্যয়ে এমনকি অফিসে না গিয়েও তথ্যসহ সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে 'তথ্য আপা' প্রকল্পের অধীন 'তথ্য সেবা কর্মকর্তা' নিয়োগ দানের মাধ্যমে বাড়িতে থেকেই মহিলাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির পথ সহজ করা হয়েছে।

২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর সরকারি সকল গুরুত্বপূর্ণ অফিসে নিজস্ব তথ্য বাতায়ন প্রস্তুতসহ তথ্য প্রকাশের উত্তম চর্চা শুরু হয়। এখন সারা দেশের ৫২ হাজার অফিসের তথ্যাদি জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পোর্টাল জাতীয় তথ্য বাতায়ন থেকে প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ তথ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। এ বছর এ বাতায়নটি 'গ্লোবাল ইনোভেশন এন্ডটেকনোলজি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড'-এর সম্মান অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যশোর জেলার সিংহঝুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাঁর ইউনিয়নের অর্থবছরের বাজেট এবং ভাতা গ্রহণকারীদের তালিকা ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের দেয়ালে বড়ো অক্ষরে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। এছাড়া 'গণশুনানি', 'পাবলিক হিয়ারিং ডে', 'ওপেন হাউজ ডে', 'মাটির মায়া' ইত্যাদি উত্তমচর্চা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর দেশের ৪,৫৪৭ ইউনিয়নে একযোগে উদ্বোধন করেন 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র, যা বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) নামে পরিচিত। এসব সেবাকেন্দ্রে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ধরনের সেবা পাওয়া যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণার্থে প্রতিটি ডিজিটাল সেন্টারে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন নারী উদ্যোক্তা রাখাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। বর্তমানে সারাদেশে ৮ হাজারের অধিক ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রায় ২০০ ধরণের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১২০০-এর অধিক সরকারি সেবাকে অনলাইন সেবার আওতায় আনা হয়েছে। সরকারি কাজে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমাতে ই-নথির মাধ্যমে প্রায় ১১ হাজারের অধিক সরকারি অফিসের দেড় কোটির বেশি ফাইল নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া টেলিমেডিসিন ব্যবস্থা, সেন্ট্রাল এইড মেনেজমেন্ট সিস্টেম, মাই গভ, মুক্তপাঠ, সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম, ই-কমার্স, এফ-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ভার্চুয়াল কোর্ট, ই-চালান, বিনিময় [Interoperable Digital Transaction Platform (IDTP)], অনলাইন মিউটেশন, অনলাইন ক্লাস, দেশের জনগণের জন্য তথ্য ও সেবা প্রদানে আরও কাজ করছে ৯৯৯, ৩৩৩, ১০৯, ১০৬ কল সেন্টার ইত্যাদি। বর্তমানে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মোবাইল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ ১৭০টির বেশি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পরিচয় পত্র (NID)-এর থেকে গঠিত 'পরিচয় প্ল্যাটফর্ম' ব্যবহার করে ৫-৬ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে, নির্ভুলভাবে সেবা প্রদান করছে।

তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনে এর বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে জনবান্ধব কার্যক্রম গ্রহণ করে। যার মধ্যে অন্যতম হলো প্রত্যেক সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত/বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসকল কর্মকর্তা যাচিত তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকেন। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে এ পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে ও বেসরকারি সংস্থায় সর্বমোট নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪২৭২০ জন। তথ্য কমিশনের উদ্যোগে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত/বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সাংবাদিক, সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এমআরডিআই এর সহযোগিতায় দেশের সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের জন্য একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অনলাইনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আপীল কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে।

দেশের প্রায় সকল বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক জনঅবহিতকরণ সভা, সেমিনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীনস্ত দপ্তরগুলোর ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে আইন দ্বারা নির্দেশিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক মতবিনিময় সভা, তথ্য মেলা, ইত্যাদি আয়োজন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন ডকুমেন্টারি সকল জেলা তথ্য অফিসে প্রেরণ করে উপজেলার বড়ো বড়ো বাজার ও জনসমাবেশ স্থলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি/এনজিও, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে অবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। নিজ নিজ অধিক্ষেত্রাধীন কর্ম এলাকায় তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ জোরদার রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এমআরডিআই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য 'তথ্য অধিকার আইন' অনলাইন কোর্স চালু করেছে। এতে করে আগামীর তরুণ প্রজন্ম তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানবে ও বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে আইনটিকে সমুন্নত করতে সহায়তা করবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভের পর হতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য এমআরডিআই, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, নিজেরা করি, টিআইবি, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ, দি কার্টার সেন্টার, এফএসএফ, ব্র্যাক, বিএনএনআরসি, ডি-নেট, ডেমোক্রেসি ওয়াচ, আর্টিকেল ১৯, দিশা, আশা, নাগরিক উদ্যোগ, নারী উন্নয়ন শক্তি, আইন ও শালিস কেন্দ্র, সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন, আইআইডিসহ বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। দেশে জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের মিডিয়া জগৎ বর্তমানে অনেক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। এই মিডিয়া জগতের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বহুল প্রচারের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

ইন্টারনেটের কল্যাণে তথ্য সেবা প্রাপ্তি এখন জনগণের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে অনেক ক্ষেত্রেই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশকে সুখী-সমৃদ্ধ,আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শ ও দেশপ্রেম নিয়ে আমাদের সকলকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এবং ২০২১ সালের পূর্বেই উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধ-মর্যাদাশীল দেশে পরিণত হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা ডিজিটাল থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত হব ইনশাআল্লাহ। এসব অর্জন ইন্টারনেট সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ❑

লেখক : তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতিবছরের মতো 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। 'তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব'- এ প্রতিপাদ্য সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ঘোষণা করে। নির্বাচিত হয়ে আমরা সরকার গঠন করে এবং ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করি। আমাদের সরকার ২০০৯ সালের ১ জুলাই তথ্য কমিশন গঠন করে। কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য কমিশনের নিজস্ব জনবল নিয়োগ করা হয়। ইতোমধ্যে ২০২৩ সালের ২০ আগস্ট তারিখে নব নির্মিত তথ্য কমিশন ভবনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণ ও গণমাধ্যমের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গতিময়তা বেড়েছে। আমাদের সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহের জন্য প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সামগ্রিক বিস্তৃতি যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি করে তথ্যকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েবপোর্টাল চালু করেছে। আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৫টি বেসরকারি চ্যানেল, ২৮টি এফএম বেতার এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও'র অনুমতি দিয়েছি।

আমাদের সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হচ্ছে এবং ঘরে বসেই তারা তথ্য পাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। কমিশন ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইটে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের জন্য প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজ করেছে।

তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার বৃদ্ধিতে আজ ইন্টারনেটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মুক্ত সমাজ গঠন ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন আরো সক্ষম হবে- এ প্রত্যাশা করছি।

'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বাণী

জনগণের ক্ষমতায়নে 'তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি 'অধিকার' হিসেবে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করেন।

অবাধ তথ্য প্রবাহে ও তথ্যে সকল নাগরিকের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করার সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সারা বিশ্বে দিবসটি পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যাপকতা বৃদ্ধির ফলে প্রায় সকল কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলকভাবে ওয়েবসাইট ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জনস্বার্থে তথ্য সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রকাশ করে চলেছে। তথ্য কমিশন জেলা-উপজেলায় সরাসরি প্রশিক্ষণ ও অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু করেছে এবং রেখেছে। প্রতিটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তৃণমূলের জনগণ সহজেই তথ্য সেবা পাচ্ছে। এ আইনটি জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নের একটি কার্যকর মাধ্যম। জনগণের ক্ষমতায়ন ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি বৃদ্ধি তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এর সুফল নিশ্চিত করা গেলে সমাজে দুর্নীতির প্রবণতা হ্রাস পাবে। উপরন্তু প্রকৃত তথ্য প্রবাহের ফলে বিভিন্ন মাধ্যমের বানোয়াট, অসংযমী, অসত্য, বিভ্রান্তিকর, গুজব এবং ঘৃণা-বিদ্বেষমূলক অপতথ্য ক্রমশ দূরীভূত ও বিলীন হবে।

সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা এবং সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার, মাদ্রাসা, মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, ব্যাংক-বীমার প্রত্যেকটি তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন। কর্তৃপক্ষ স্বঃপ্রণোদিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। আইনানুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আপীল কর্তৃপক্ষের দেওয়া সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে নাগরিকগণ তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে থাকেন। জনগণের তথ্য সেবা সহজীকরণে তথ্য কমিশন ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করে পক্ষদ্বয়ের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানি গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করে।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি জনগণের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে আরো বেগবান ও কার্যকর হবে।

ডক্টর আবদুল মালেক